সংবাদ

31 MAR 2012

ঢাকা : শনিবার ১৭ চৈত্র ১৪১৮
Dhaka : Saturday 31 March 2012

সম্পাদকীয়

নারী শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

গত বৃহস্পতিবার সংবাদ-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, দেশের ৪৮টি গার্লস স্কুলে কোন মহিলা শিক্ষক নেই। এসব স্কুলের মধ্যে তিনটিই সরকারি, বাকি ৪৫টি বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত। উল্লিখিত স্কুলগুলোতে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ার একটি বড় কারণ হচ্ছে স্কুলগুলো প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। এসব এলাকায় যোগ্য মহিলা শিক্ষক পাওয়া যায় না। দেশের অন্য এলাকা থেকে কাউকে এনে যে নিয়োগ দেয়া হবে, তাতেও অসুবিধা আছে। অধিকাংশ এলাকায় মহিলা শিক্ষকের জন্য আবাসন ও যোগাযোগসহ অন্য সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল।

ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা কার্যক্রম সফল করার জন্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। স্কুলগুলোতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা প্রশ্নেও এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে সরকারও অজ্ঞ নয়। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি স্কুলগুলোতে ২৫ ভাগ নারী শিক্ষকের নিয়োগ বাধ্যতামূলক। বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে এই হার নির্ধারণ করা হয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ। নির্দেশ জারি করার প্রশ্নে সরকার পিছিয়ে নেই। কিন্তু কেবল নির্দেশ জারি করলেই যে স্কুলগুলো তা পালন করবে, সেটা ভাবা বোকামি। জরুরি হচ্ছে, সরকারি নির্দেশ ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কি না, সেটা মনিটর করা, নির্দেশ পালিত না হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া এবং সরকারি নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া। স্কুলগুলোতে নারী শিক্ষক নিয়োগে যে একেবারেই কিছু করা হয়নি, তা নয়। এর আগে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ২২টি স্কুলে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ২০১১ সালের মার্চের পর আর কোন স্কুলে এ ধরনের উদ্যোগ চোখে পড়েনি। সরকারের উচিত অবিলম্বে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। যেসব স্কুলে কোন মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি, সেসবের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এর জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় নারী শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করাও জরুরি।

দেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক থাকলেও কোটা পূরণ করা হয় না। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলো নারী শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে কি না, সেটা নিয়মিত মনিটরিং করা দরকার। প্রয়োজনে এর জন্য একটি স্থায়ী মনিটরিং সেল বা কমিটি করা যেতে পারে। যারা নিয়মিত মনিটরিং রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে দেবে তার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নেও এর প্রয়োজন রয়েছে। নারীরা অনেক বছর ধরে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। সে অবস্থা থেকে তাদের উত্তরণ ঘটাতে হলে অবিরাম কাজ করতে হবে। কেবল নীতি প্রণয়ন করলে বা নির্দেশ জারি করলেই নারীর ক্ষমতায়ন ঘটে যাবে না।